নিঃশ্বাসেও তুমি প্রশ্বাসেও তুমি ও আমার বাংলাদেশ

কামরুল মান্নান আকাশ

আমি ক্রিকেট ভালবাসি কিন্তু বিশাল কোন ফ্যান নই। যদি আমার প্রিয় দলের খেলা থাকে তাহলে সারাদিন বসে হয়ত খেলা দেখি আর তা ন হলে মনে হয় বই পড়া বা অন্য কিছু করা অনেক অর্থবহ। জীবনের নানা ব্যস্ততায় ক্রিকেটের গুরুত্ব আমার কাছে খুব বেশী না হলেও বাংলাদেশ যখন খেলে তখন সেই খেলা দেখা বা খবর নেওয়াটা প্রায়োরিটি লিষ্টে সবচেয়ে উপরে থাকে।

এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৫ (ICC Cricket World Cup 2015) প্রতিযোগিতার একাদশ আসর বসেছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এই বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড – যৌথভাবে আয়োজন করছে।

আমরা যারা এই অস্ট্রেলিয়াতে থাকি তাঁদের খুব একটা সুযোগ হয়না স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ দলের খেলা দেখার তাঁর উপর এটা হচ্ছে আবার বিশ্বকাপ। তাই সবার মাঝেই আগ্রহ, উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা খুব বেশী। অন্য খেলা দেখুক বা না দেখুক বাংলাদেশের খেলা কেউ মিস করতে চাইছেনা। মূল খেলা শুরু হওয়ার আগে সিডনীর ব্ল্যাকটাউন ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস পার্কে ছিল বাংলাদেশের দুটি ওয়ার্মআপ ম্যাচ। প্রথমটি ছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্থানের সাথে এবং অপরটি ১২ই ফেব্রুয়ারী আয়ারল্যান্ডের সাথে। প্রথম ম্যাচটি নিয়ে ছিল উভয় দেশের সমর্থকদের মাঝে তুমুল উত্তেজনা। দশ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই স্টেডিয়ামটি ছিল কানায় কানায় পূর্ন। প্রতিদ্বন্দী দুটি দেশের মধ্যে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান নিঃসন্দেহে ভাল দল। কিন্তু ১৯৯৯ সালের ৩১ মে এডিনবার্গে বাংলাদেশ তার প্রথম বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ৬২ রানে পরাজিত করার পর থেকে ভাবতে শিখেছে তাঁরা শুধু পাকিস্তান নয় যে কোন বড় দলকেই পরাজিত করার ক্ষমতা রাখে। আর আমরা যারা দর্শক ও সমর্থক তাঁরা এখন আর স্বপ্ন দেখিনা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি আমরাও পারি। তাই সেদিন খেলা দেখতে যাওয়ার আগে এবং চলাকালীন সময়ে ভাবছিলাম হারা এবং জেতা এ দুটোরে সম্ভাবনাই অর্ধেক অর্ধেক। আগে ছিল শুধু হারার ভয় আর এখন জেতার চিন্তাও আসে সবার মনে এটাই বা কম কিসে!

আমি যেয়ে যখন পৌঁছলাম ততক্ষণে বাংলাদেশের দুই উইকেট পড়ে গেছে। এসে বসলাম গ্যালারীর মোটামুটি মাঝ খানটায়। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলাম অর্ধেকের বেশী দর্শকই বাংলাদেশের সমর্থক। বাঁদিকে এবং মাঝখানটায় আমাদের সমর্থকরা আর ডান দিকে বসেছে মূলতঃ পাকিস্তান সমর্থকরা। ওরা তুলনা মূলক ভাবে সংখ্যায় কম হলেও দেখলাম খুবই ত□পর। সমানে শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে তাদের দলের পক্ষে। সেই তুলনায় বাংলাদেশের পক্ষে বাঁ দিক থেকে মাঝে মাঝে শ্লোগান উঠছে। কিন্তু মাঝখানটা যেখানে আমরা বসেছি খুব একটা সরব হচ্ছেনা। অথচ ওরা ঠিক আমাদের পাশ থেকেই নান রকম কমেন্ট এবং শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আমি উসখুস করতে থাকি। সারাজীবন খেলার মাঠে হৈ চৈ করে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছি। আজ মধ্য বয়সে এসে সেটা করতেও কেমন যেন বাঁধো বাঁধো ঠেকছে। আবার খুব সিরিয়াস হয়ে শুধু খেলার দিকে তাকিয়ে থাকতেও বিরক্ত লাগছে। আশেপাশে বসা তরুণদের উ□সাহিত করছি তাঁরা যেন সরব হয়ে উঠে। কিন্তু তাঁরা কেমন যেন সম্মিলিত ভাবে সংঘটিত স্ফুরণ ঘটাতে পারছেনা। ভাবতে থাকি এই যে বিদেশের মাটিতে আমাদের ছেলেরা খেলতে এসেছে তাদেরকে যদি এই বিশাল দর্শক ও সমর্থক গোষ্ঠী যথাযথ সমর্থন যোগাতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের খেলার গতি ও আত্ম বিশ্বাস অনেক বেড়ে যাবে। সামনে পিছনে বসা তরুণেরা আমাকে অনুরোধ করছে লিড দিতে। কিন্তু আমি "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ভাবনাটি ঝেড়ে ফেলতে পারছিনা। এক সময় ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম রাজপথ প্রকম্পিত করে কত শ্লোগান দিয়েছি। কিন্তু আজ স্থান, কাল ও বয়স আমাকে আঁকড়ে ধরছে। পারছিনা তারুন্যের উচ্ছাস নিয়ে ঝলসে উঠতে। এরই মাঝে দেখি পাকিস্তান দলের এক সমর্থক যাকে টেলিভিশনের পর্দায় অনেক দেখেছি চাঁদতাঁরা
পতাকার পোষাক পড়ে মানুষকে হাসাতে সে এসে আমাদের কাছে আমাদের পতাকা চাইছে। আমি বিশ্বাস করি খেলার মাঝে রাজনীতি আসা উচি□ নয়। কিন্তু তাই বলে খেলার মাঠে আসার আগে আমরা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা, চেতনা এবং সচেতনতা বাড়িতে রেখে আসি সেটাও বিশ্বাস করিনা। আবাক হয়ে দেখলাম এই ভালো মানুষ ধরনের লোকটাকেও কেউ পতাকা দিতে রাজী হচ্ছেনা। উপরন্তু বলছে দিওনা ওরা আমাদের পতাকার অবমাননা করতে পারে। আবার প্রমানিত হল অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের পতাকা আমাদের কাছে কত প্রিয় এবং কত মূল্যবান। যে বিশ্বাস একবার ভেঙ্গে গেছে তা ফিরিয়ে আনা কত কঠিন! কি এক ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকি অনেক দূরে ফেলে আসা আমার মাতৃভূমির লাল সবুজ পতাকাকে। এরপরও সে বার বার অনুরোধ করতে থাকে। কি করে ফেরাব তাকে! আমাদের অস্থি মজ্জায় মিশে আছে, কেউ যখন খুব নরম হয়ে কিছু চায় তাকে যে আমরা ফেরাতে পারিনা! আমাদের মন আর মাটি দুটোই চৈত্রের খড় তাপে যেমন হয়ে উঠে ইস্পাতের মত কঠিন তেমনি বর্ষার পানিতে ভিজে নরম হয় যায় গলে। তাই আমদের পতাকা সে মাটিতে ফেলবে না বা অসম্মান করবেনা এই অঙ্গিকারের বিনিময়ে কিছুক্ষনের জন্যে তাকে দেয়া হয়। সে আমাদের পতাকা তুলে চি□কার করে শ্লোগান ধরল "জিতেগা ভাই জিতেগা বাংলাদেশ জিতেগা"। তার সাথে সবাই শ্লোগান ধরল। সে সসম্মানে আমাদের পতাকা ফিরিয়ে দিল। একি হল! সবাই যেন কেমন স্থম্বিত, কেমন যেন বিহ্বল। গুঞ্জন উঠছে, আমাদের স্থবিরতা দেখে তাঁরা দয়া পরবশ হয়ে কিংবা ব্যংগ করে আমাদের পতাকা নিয়ে আমাদের নেতা বনে আমাদেরকে নিয়ে উর্দুতে শ্লোগান দিচ্ছে! এই মহান ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা না বুঝে দিয়েছি উর্দুতে শ্লোগান! আমাদের কি ভাষা নেই! আমাদের কি কন্ঠ নেই! আমাদের কি নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ নেই! সবাই যেন ঝাঁকি খেয়ে জেগে উঠে। আর আমার মাঝে যেন কি হয়ে যায় মনে হয় আমি ফিরে গেছি আমার তারুন্যে, খুলে গেছে মনের বন্ধ দূয়ার। প্রানপনে গলা ফাটিয়ে চি□কার করে উঠি "জিতবেরে ভাই জিতবে" আর সবাই সাড়া দিয়ে উঠে "বাংলাদেশ জিতবে" বলে। আমাদের গগনবিদারী চি□কারে ফেটে পড়ে গোটা স্টেডিয়াম। বাম দিক থেকে শ্লোগান উঠে "বাংলাদেশ বাংলাদেশ" রবে। আর খেলার মাঠে আমাদের খেলোয়াড়রাও হয়ে উঠে উজ্জীবিত। শুরু হয় জেতার লড়াই। ওরা কেমন যেন মিইয়ে যায়। এরপর আরো সংগঠিত হয়ে শ্লোগান দিতে থাকে আমদের ব্যাঙ্গ করে। আমরাও সাথে সাথে পালটা শ্লোগান দিতে থাকি। ওরা থামলেই আমরা শুরু করি। এতে ওরা আরো ক্ষেপে যায়। একদিকে মাঠে প্রতিযোগিতা করছে আমাদের খেলোয়াড়েরা আর গ্যালারিতে প্রতিযোগিতায় নেমেছে সমর্থকেরা। এ যেন বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী! খেলার মাঠে সবাইকেই যে সরব হতে হবে তা নয় কিন্তু যারা নিজের দলকে, নিজের দেশকে জেতানোর জন্য সরব হচ্ছে তাদের প্রতি অন্যদের সহযোগিতা দলের প্রতি, দেশের প্রতি মমত্ববোধেরই পরিচায়ক। এতে লজ্জার কিছু নেই।

বাংলাদেশ দল এই খেলায় তিন উইকেটে হারলেও উপহার দেয় একটি চমকার প্রতিযোগিতামূলক খেলা। বাংলাদেশের সমর্থকেরা বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানায় এবং বাংলাদেশ দলের প্রতি "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও – বাংলাদেশ, বাংলাদেশ" স্লোগান দিয়ে মাঠ থেকে বেড়িয়ে আসে আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। হারতে হারতেই আমরা জিততে শিখেছি। আর জিততে জিতেতেই একদিন আমরা বিশ্বকাপও জিতব। সেদিন খুব দূরে নয় যদিন বিশ্বকাপ বিজয়ীর তালিকায় থাকবে বাংলাদেশের নাম!

নিজের দেশকে ভালবাসা নিজের দেশের ক্রিকেট দলকে ভালবাসা কোন রাজনীতি নয় এ আমার আজন্ম অধিকার। জয়তু বাংলাদেশ, জয়তু বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। বাংলাদেশ দির্ঘজিবি হউক।